ভারতীয় সংবিধান ও মানবাধিকার

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সংবিধান ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে বিবেচিত হয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে নানা নির্দেশাবলি যেমন সংবিধানে বিধৃত করা হয়েছে, একইসঙ্গে সংবিধানের বিভিন্ন অংশে মানবিক অধিকারের কথাও উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, ভারতের সংবিধানে কোথাও মানবিক অধিকার বলতে কী বোঝায়, তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। আরেকটি বিষয়ও এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, সংবিধানে যে সকল অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (১৯৪৮) অনুসারী। সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসহ সংবিধানের অন্যান্য ধারায় মানবাধিকারের বিভিন্ন অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়। ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন অংশে যে সকল মানবাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

১. **প্রস্তাবনা**— ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় চারটি আদর্শের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি আদর্শ হল—

ক) ন্যায়— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

খ) চিন্তা, মতামত, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা

গ) সমান সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদালাভের অধিকার

ঘ) সৌভ্রাতৃত্ব অর্জনের অধিকার

উপরে বর্ণিত এই চারটি আদর্শের মধ্যে দিয়ে মানবাধিকারের আদর্শ ও নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

২. **মৌলিক অধিকার**— সংবিধানের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ স্বীকার করা হয়েছে। এই সকল অধিকারগুলি মূলত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার। অধিকারগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—

ক) সাম্যের অধিকার
খ) স্বাধীনতার অধিকার
গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
ঙ) সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক অধিকার
চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

উপরের এই সকল অধিকার সমূহের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অধিকারগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হল—

সাম্যের অধিকার— সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নম্বর ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—

১) আইনের সমানাধিকার
২) আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার
৩) জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের অধিকার
৪) সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে ১, ২ ও ৭ নম্বর ধারায় যে অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই সকল অধিকারসমূহ ভারতীয় সংবিধানের সাম্যের অধিকারে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, এটা বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার— সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে ১৯ নম্বর ধারায় বর্ণিত ছয়টি স্বাধীনতার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, পূর্বে এই ধারায় সাতটি অধিকার ছিল, কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে একটি অধিকার বাতিল হয়ে যায়। যে অধিকারটি বাতিল হল, সেটি হল সম্পত্তি অর্জন, ভোগদখল ও ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার। সুতরাং বর্তমানে যে ছয়টি অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত, সেগুলি হল—

১) বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার
২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার
৩) সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার
৪) ভারতীয় ভূখণ্ডে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার
৫) ভারতীয় ভূখণ্ডের যেকোনো অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার
৬) যেকোনো জীবিকা, ব্যাবসা বা বাণিজ্য চালাবার অধিকার

উপরে বর্ণিত এই অধিকারগুলি ছাড়াও সংবিধানের ২০ থেকে ২২ নম্বর ধারাতেও স্বাধীনতার অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০ নম্বর ধারায় অপরাধীর শাস্তিবিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, একই ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করা যাবে না। ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে, আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২২ নং ধারায় যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার না হওয়ার বা আটক না থাকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত এই সকল অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার ও জীবন রক্ষার অধিকার যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন ধারা, যথা ১, ৩, ৫, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার— সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারায় এই অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৩ নং ধারায় ক) মানুষ কেনাবেচা, খ) বেগার খাটানো এবং গ) অন্যান্য বলপূর্বক শ্রম আদায়— এই তিনটি বিষয়কে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়। আবার ২৪ নম্বর ধারায় আংশিকভাবে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ১৪ বছরের নীচে কোনো শিশুকে খনিতে বা কারখানায় বা কোনো বিপজ্জনক কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত এই অধিকারের সঙ্গে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৪ ও ৫ নম্বর ধারাতেও দুর্বল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার— সংবিধানের ২৫-২৮ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় যে বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কার্যকর করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধান প্রদত্ত ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারার মাধ্যমে। সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নম্বর ধারার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মগ্রহণ, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ২৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাউকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। ২৮ নম্বর ধারায় সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৮ নম্বর ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে ভারতের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিকারের মাধ্যমে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার— সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারায় ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২২ নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় সংবিধানে সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার সংযোজিত করা হয়।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার— সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৮ নং ধারাকে অনুসরণ করে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে কার্যকর ও তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য ৩২ নম্বর ধারার মাধ্যমে আইনসঙ্গত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নামে একটি আলাদা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

৩. **রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিতে স্বীকৃত মানবাধিকার**— ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বলা যেতে পারে যে, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রকে অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিতে অধিকারগুলি সংযোজিত করা হয়। এই অধিকারগুলি হল—

১. কর্মের অধিকার
২. সমকাজের জন্য সমান মজুরি
৩. জীবিকা অর্জনের পর্যাপ্ত অধিকার
৪. বিনাব্যয়ে আইনি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ
৫. শিল্প পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণের অধিকার
৬. বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অভাবে সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার
৭. পুষ্টির ও জীবনযাত্রার মানের স্তর উন্নীত করা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিকট থেকে পরিষেবা লাভের অধিকার
৮. তপশিলভুক্ত জাতি, উপজাতি ও দুর্বল এবং অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষাসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করা এবং সামাজিক অবিচার থেকে তাদের রক্ষা করার অধিকার
৯. ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার
১০. শিশু ও তরুণদের শোষণ থেকে রক্ষা করার অধিকার, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে এটা মনে রাখা দরকার যে, সংবিধানের চতুর্থ অংশে যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংযোজিত করা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃতিগতভাবে আদালত কর্তৃক

বলবৎযোগ্য না হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলির তাৎপর্য অপরিসীম তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকারগুলি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী বলে প্রতিপন্ন হয়। এই অধিকারগুলিকে তাই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন ধারার (১২, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪. উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে সংবিধানের বিভিন্ন অংশেও মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ সংবিধানের ৩০০ক নম্বর ধারায় স্বীকৃত সম্পত্তির অধিকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবিধানে তপশিলি জাতি, উপজাতিদের রক্ষার্থে যে সকল রক্ষাকবচের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত সাংবিধানিক পদক্ষেপ ব্যতীত মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল—

১। মহিলা ও শিশুদের রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন—

পণপ্রথা নিষিদ্ধ আইন

মহিলাদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা আইন ২০০৫

বাল্যবিবাহ রোধ আইন

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা বিরোধী আইন ২০১৩

২। তপশিলি জাতি উপজাতিদের রক্ষার্থে ১৯৮৯ সালে আইন প্রণীত হয়। প্রতিবন্ধীদের রক্ষার্থে ১৯৯৫ সালে আইন প্রণীত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এটা উল্লেখ্য যে, বর্তমানে 'প্রতিবন্ধী'র পরিবর্তে 'বিশেষভাবে সক্ষম' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

৩। বিভিন্ন ধরনের কমিশন গঠন করা হয়েছে, যথা—

ক) জাতীয় মহিলা কমিশন ১৯৯০

খ) সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন ১৯৯২

গ) অনগ্রসর শ্রেণির জন্য জাতীয় কমিশন ১৯৯৩

ঘ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৯৯৩

মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্র— রেডিয়ো, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা জনসমক্ষে প্রচারিত হয় সেগুলি জনমত গঠনে সহায়ক হয়। প্রবল জনমতের চাপে সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গক্রমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দাঙ্গা, সামরিক বাহিনী বা পুলিশি নির্যাতনের মাধ্যমে যে সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে, সেগুলির কথা বলা যেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে অধিকারসমূহ

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র নামে রাষ্ট্র অবস্থিত। এই রাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তৎসত্ত্বেও ১৯২০-র দশক থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য শুরু হয়। সাধারণভাবে এটা বর্ণবাদী ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার জন্য ১৯৯২ সালে গড়ে ওঠে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সংক্ষেপে যা এএনসি নামে পরিচিত। এই রাজনৈতিক দলটি প্রথমদিকে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করলেও পরবর্তীকালে তা সহিংস আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম কারিগর ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৬০-এর দশকে তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ সরকার বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ওই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারারুদ্ধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা সহ সারা বিশ্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বহু বছর কারাগারে থাকার পর অবশেষে ১৯৯০ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ওই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন এফ.ডব্লিউ.ডি. ক্লার্কের নেতৃত্বে গঠিত সরকার ক্রমান্বয়ে বর্ণবৈষম্যবাদ সংক্রান্ত নীতিগুলি রদ করতে শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদ লুপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আফ্রিকা ন্যাশনাল কংগ্রেস জয়লাভ করে। নেলসন ম্যান্ডেলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালে প্রণীত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংবিধান। ১৯৯৭ সালে প্রণীত সংবিধানের ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের অধিকারসমূহের আলোচনা করা এই লেখার মূল অভিপ্রায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অধিকারের আলোচনা করা হয়েছে। এটি অধিকারের বিল বা 'বিল অফ রাইটস' নামে পরিচিত। এই অধিকারের বিল মানবাধিকার রূপে গণ্য হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সকল নাগরিকের পৌর, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ অধিকারের বিলের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, Kader Asmal এবং Albie Sachs যৌথভাবে ১৯৮৮ সালে অধিকারের বিলের খসড়া প্রণয়ন করেন। ১৯৯৩ সালের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়। এই 'অন্তর্বর্তী বিল অফ রাইটস'-এ কেবলমাত্র পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ সংযোজিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়, তাতে অধিকারের বিল সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্ত হয় এবং সকল প্রকার অধিকারসমূহ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯ থেকে ৩০ নম্বর পর্যন্ত ধারায় অধিকারসমূহের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের বিলকে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর বলে গণ্য করা হয়। এই অধিকার সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই অধিকারের মাধ্যমে মানবিক মর্যাদা, সমাজ ও স্বাধীনতার বিষয়গুলি ধ্বনিত হয়েছে। অধিকারগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

সমতার অধিকার— সংবিধানের ৯ নম্বর ধারায় সাম্যের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, আইনের চোখে সকলে সমান এবং সকলে আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, ভাষা, জন্মস্থান, সামাজিক উৎপত্তি প্রভৃতির ভিত্তিতে কারোর সঙ্গে কোনোরকম অন্যায় বৈষম্য করতে পারে না। অন্যায় বৈষম্য প্রতিরোধ বা নিষিদ্ধ করার জন্য জাতীয় আইন প্রণয়ন করবে রাষ্ট্র।

সংবিধানের ১০ নম্বর ধারায় প্রত্যেকের মানবিক মর্যাদা সংরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে আর জীবনের অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে ১১ নম্বর ধারায়।

সংবিধানের ১২ নম্বর ধারায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারের বিষয় বর্ণিত আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে,

ক) ন্যায্য কারণ ব্যতীত অথবা স্বৈরক্ষমতার মাধ্যমে কাউকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

খ) মামলা ব্যতিরেকে কাউকে আটকে রাখা যাবে না।

গ) কোনো উপায়ে নির্যাতন করা যাবে না।

ঘ) নিষ্ঠুর, অমানবিক উপায়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

এর সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে প্রত্যেকের দৈহিক ও মানসিক সংহতির অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে যদিও বিস্তৃত কোনো আলোচনা নেই, তবে

'reproductive Rights'-এর কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, "Everyone has the right to bodily and psychological integrity, which includes the right to make decisions concerning reproduction; to security in and control over their body and not to be subjected to medical or scientific experiments without their informed consent."

সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, কাউকে ক্রীতদাসত্ব বা বলপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, বাড়ি বা সম্পত্তি অনুসন্ধান করা যাবে না।

সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত। প্রত্যেকের চিন্তা, বিশ্বাস, মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে যেকোনো ব্যাবসা, পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

সংবিধানের ২৩ নম্বর ধারায় শ্রম সম্পর্কের বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শ্রমিকের

ক) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করার অধিকার রয়েছে।

খ) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

গ) ধর্মঘট করার অধিকার রয়েছে।

নিয়োগকর্তার অধিকার রক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

ক) নিয়োগকর্তাদের সংগঠন গঠনের বা যোগদানের অধিকার রয়েছে।

খ) নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের অধিকারও সংবিধানে স্বীকৃত। বলা হয়েছে যে,

১) প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন বা নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের নিজস্ব প্রশাসন, কর্মসূচি পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

২) প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের বা নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের ফেডারেশন গঠনের বা যোগদানের অধিকার রয়েছে।

প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের, নিয়োগকর্তাদের সংগঠনের বা নিয়োগকর্তার যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত। যৌথ দরকষাকষি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

সংবিধানের ২৪ নম্বর ধারায় পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের,

১) তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এরূপ পরিবেশ পাওয়ার অধিকার
২) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষার্থে যুক্তিসঙ্গত আইনগত ও অন্যান্য পদক্ষেপের প্রয়োজন যাতে
   ক) দূষণকে প্রতিরোধ করা যায়;
   খ) পরিবেশ সংরক্ষিত হয়;
   গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার রক্ষিত হয়।

সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারায় বাক স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত।

১) সংবাদপত্র সহ অন্যান্য মাধ্যমের স্বাধীনতা;
২) তথ্য অথবা চিন্তা গ্রহণ বা আদানপ্রদানের স্বাধীনতা;
৩) শিল্পবোধসম্পন্ন সৃষ্টির স্বাধীনতা;
৪) বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার স্বাধীনতার অধিকার;

সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে জমায়েত হওয়ার, বিক্ষোভ দেখাবার অধিকার স্বীকৃত। আবার ১৮ নম্বর ধারায় সভা, সমিতি গঠনের অধিকার বর্ণিত হয়েছে।

সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। রাজনৈতিক অধিকার রূপে—

১) যেকোনো রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার স্বীকৃত;
২) যেকোনো রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত;
৩) যেকোনো রাজনৈতিক দলের জন্য রাজনৈতিক প্রচারে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত।

এছাড়া প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিকের ভোট দেওয়ার ও সরকারি পদে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাউকে নাগরিকতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত। বলা হয়েছে—

১) দেশের অভ্যন্তরে চলাফেরার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে;
২) প্রজাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকারও স্বীকৃত;
৩) প্রত্যেক নাগরিকের প্রজাতন্ত্রের যেকোনো স্থানে বসবাসের অধিকার রয়েছে;
৪) প্রত্যেক নাগরিকের পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত।

৩০ নম্বর ধারায় ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো ভাষা ব্যবহারে বা সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু কেউ অধিকারের বিলের যেকোনো বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতি রয়েছে এমন কোনো অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

৩১ নম্বর ধারায় সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত সম্প্রদায়ের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ নম্বর ধারায় তথ্য পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। ৩৩ নম্বর ধারায় ন্যায্য প্রশাসনিক ক্রিয়ার এবং ৩৪ নম্বর ধারায় আদালতে যাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। ৩৫ নম্বর ধারায় গ্রেপ্তার হওয়া ও অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলি বিশ্লেষণের পর একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধিকারের বিলের মাধ্যমে প্রদত্ত অধিকারগুলি অবাধ বা চরম নয়। এই অধিকারগুলি সীমায়িত। অধিকারগুলিকে সীমায়িত করার বিষয়টিও সংবিধানের ৩৬ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অধিকারের বিলের মাধ্যমে যে অধিকারগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এই লেখাটির জন্য ওয়েবসাইট প্রদত্ত লেখার সাহায্য নিয়েছি। তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।